MANASI©

Supporting Mankind

www.manasi.org.in

NGO

MANASI
Supporting Mankind

UTTAMANANADA MATRI ASHRAM
KONNAGAR MEDICAL CAMP HELPING WIDOWS

BLOOD DONATION CAMPS
TARUN SANGHA CLUB HALTU • AGRADUT CLUB BABUBAGAN
UNITED FRIEND'S ASSOCIATION BEHALA

মানসী পত্রিকা ২০১৮

সম্পাদকীয় - শ্রীযুক্ত দেবাশিস বসু

প্রচ্ছদ অলংকরণ সমগ্র পরিকল্পনা - এন. এ. হাসমী

মানসীর পরিচালন সমিতি

সভাপতি	-	লিপিকা ঘোষ দস্তিদার
সহ সভাপতি	-	শান্তনু বোস
সম্পাদক	-	অনিরুদ্ধ ঘোষ
কোষাধক্ষ্য	-	দেবাশিস বসু
কার্যনির্বাহী সমিতি	-	পূজা রায়, মৌসুমী বসু, দেবাঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, লোপামুদ্রা দত্ত, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
অন্যান্য সদস্য	-	নিবেদিতা গাঙ্গুলী, মহর্ষি পত্রী, প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী, দেবাশীষ রায়, বৈশালী মুখার্জ্জী, পায়েল বোস, সুজন সরদার, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, স্বপন দত্ত,প্রবীর দাস

শিশু বিভাগ

রায়ানের আঁকা - (সদস্য মানসী)
নিউ লাইট হোমের শিশুদের আঁকা

বয়স ৮

দুর্গা দুলই, অর্পিতা রায়, অনুশ্রী চক্রবর্ত্তী

বয়স ১০ থেকে ১২

সোনিয়া মল্লিক, সূর্য সাউ, সচিন মল্লিক

বয়স ১৩ থেকে ১৪

রাকেশ বিশ্বাস, রাহুল সাউ, রেমে মল্লিক

বয়স ১৫

আকাশ হালদার, অশিম গোস্মামী

মানসী পত্রিকা ২০১৮

মানসীর ইতিকথা	-	লিপিকা ঘোষ দস্তিদার
আহ্বান	-	লোপামুদ্রা দত্ত
কবিতা "বাবা"	-	নিবেদিতা গাঙ্গুলী
উত্তরন	-	দেবাশীষ রায়
অরন্য	-	দেবাশিস বসু
আমার রক্তে ইষ্টবেঙ্গল	-	দেবাশীষ ঘোষ দস্তিদার
Behind the Lense	-	Debanjan Ghosh Dastidar
মানসী প্রত্যুষ একই প্রানের স্পন্দন	-	ডঃ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী (সম্পাদক, প্রত্যুষ)
স্বপ্নিল	-	মহর্ষি পত্রী
জীবে প্রেম	-	ডঃ সুমন্ত ঠাকুর (ডিরেক্টর নিউ লাইফ নার্সিং হোম)
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি	-	শ্রীমতি রুমা ব্যানার্জী
নাজমার কথা	-	শ্রী সঞ্জীব ব্যানার্জী (কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার শেষ অঙ্ক, মন্দ বাসার গল্প)
কবিতা বসন্তদিন	-	তাপস দাস (ধাতু ভাস্কর্য শিল্পী)
দীর্ঘশ্বাসের এপার ওপার	-	রানা পাল (চিত্র পরিচালক)
আগমনী	-	রাজু চক্রবর্তী (লোকসঙ্গীত শিল্পী)
শুভেচ্ছাবার্তা	-	সুতপা রায় (সদস্য উত্তমানন্দ মাতৃ আশ্রম)
পুরুষের বন্ধাত্ব	-	ডঃ শিউলি মুখার্জী (প্রোপাইটার মুখার্জ্জী ফার্টিলিটি সেন্টার)

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্ত দেবাশিস বসু

আমাদের জীবনের 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাল্গুনের পালায় মিশে থাকে ভালোবাসা, রাগ অনুরাগ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির সাত রঙ্গা রামধনু। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু অনন্ত জাগে'।

জীবনের অঙ্ক হয়তো খুব বেশি শিখিনি, কিন্তু এইটুকু বুঝেছি যে ভাগ করে নিলে দুঃখ কমে যায় আর আনন্দ বেড়ে যায়। মানুষের পাশে থেকে তাদের সুখদুঃখকে ভাগ করে নেবার উদ্দেশ্যেই ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিল 'মানসী দ্য হিলিং টাচ' এর পথ চলা। ডক্টর পার্থসারথী ভট্টাচার্য্য ও ডক্টর সুমন মণ্ডল এর সক্রিয় উপস্থিতিতে ঢাকুরিয়া রেল কলোনী বস্তিতে শুরু হয়েছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ঔষধ বিতরন শিবির। এরপর অভিনেত্রী ও সমাজসেবী সুতপা রায় এর কাছে সন্ধানপাই হুগলী জেলার কোন্নগরে অবস্থিত 'উত্তমানন্দ মাতৃ আশ্রম' এর। সেখানকার অধিবাসী মায়েদের কাছেও আমরা পৌঁছে যাই আমাদের সহযোগী চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে। ওই শিবিরগুলিতে অতিতে আমাদের সঙ্গে থাকতেন ডক্টর সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চিকিৎসা পরিষেবা, ওখানকার সবার জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন, আমাদের সামর্থ অনুযায়ী শাড়ি, কম্বল বা অন্যান্য উপহার দেবার মধ্যে দিয়ে ওখানকার মায়েদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে আমাদের এর বিনিসুতোর বাঁধন। অদৃশ্য সেই হৃদয়ের টানে আমরা বারবার পৌঁছে যাই ক্ষুদ্র সামর্থ্য আর বুকভরা ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে।

সাল-টা ছিলো ২০০৯। আয়লার বিধ্বংসী দাপটে যখন বহু মানুষ তাদের চোখের সামনে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে যেতে দেখেছিল তাদের অশ্রুসিক্ত কিন্তু প্রত্যয়ী চোখের স্বপ্নগুলোকে, ঠিক তখনই এগিয়ে এসেছিল মানসী। শ্রী তমোনাশ দত্ত, শ্রী শিবশঙ্কর সিং ও শ্রী রামপদ মণ্ডলের উদ্যোগে এবং মানসীর অন্য সদস্যদের সহযোগিতায় 'মানসী' ত্রান পৌঁছে দিয়েছিল গোসাবা, কুমিরখালি প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায়।

আমরা খুব তৃপ্তি পাই, যখন ভাবি, আমাদের রক্তের সম্পর্ক শুধু পরিবারের মানুষদের সঙ্গে নয়, পরিবারের বাইরেও আরও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গেও। ২০০৮ সাল থেকে মানসীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে রক্তদান শিবির. বিভিন্ন সময়ে আমাদের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকেছেন বিভিন্ন জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কেরা। অতীতে পেয়েছিলাম শ্রী পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী আবির চট্টোপাধ্যায় কে। এই বছর হালতু তরুন সঙ্গের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আয়েজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী মনীশ গুপ্ত, জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা ও দূরদর্শনের পরিচিতি মুখ তথাগত।

মানসী পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রী দেবাশিস রায়ের সুত্রে পরিচয় হয় 'প্রত্যুষ' এর কর্ণধার শ্রী অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী এর সঙ্গে। শিশু, ছাত্রছাত্রী ও দরিদ্র মহিলাদের জন্য তাঁর মহতী উদ্যোগে সামিল হতে থাকি আমরা। গড়ে ওঠে আরও এক মায়ার বাঁধন।

সম্প্রতি মানসী পাশে দাঁড়িয়েছে কালিঘাটের সমাজসেবী সংস্থ্যা 'নিউ লাইট'-এর। ওখানে প্রশিক্ষন রত যৌনকর্মী ও বস্তিবাসী শিশুদের জন্য আমরা যেমন পোষাক উপহার দিয়েছিলাম, তেমনই তাদের নিয়ে আয়োজন করেছিলাম চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা। উর্মিবসু, সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় সুতপা ভট্টাচার্য্য ও উর্মি রায় পরিচালিত এই সংস্থায় মানসীর মুকুটহীন সেনানায়ক শ্রী দেবাশীষ ঘোষদস্তিদারের উদ্যোগে আরও একপশলা আলোয় উদ্ভাসিত করেছে ওই শিশুদের মুখ।

এইভাবেই বিভিন্নক্ষেত্রে, বিভিন্ন মানুষের পাশে থাকার স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে অবিরাম পথ চলেছে 'ঢাকুরিয়া মানসী দ্য হিলিং টাচ্'।

মানসীর ইতিকথা

লিপিকা ঘোষদস্তিদার

পথ হোক যত বন্ধুর ... যেতে হবে বহুদুর

এই শব্দটিকে মূলমন্ত্র করে সেই ১৯শে নভেম্বর ২০০৬ সালে থেকে শুরু হয়েছিল মানসীর পথচলা। কিছু Office ফেরা কাজ পাগল দরদীয়া মন এর মানুষ সাংস্কৃতিক জগত দাপিয়ে বেড়ানো এক নাম করা গায়ক ও চিকিৎসক, পাড়ায় আড্ডা মারা কিছু মেধাবী পড়ুয়া ছেলে মেয়ে, সারাদিন চারদেয়ালে হাঁপিয়ে ওঠা প্রাণ এর এক গৃহবধূ... সবার আলাপ হলো Orkut নামক এক social media chat group এ। হাতে হাত ধরে, মানুষের দুঃখ কষ্টে আরোগ্য স্পর্শ দেবার ইচ্ছে উদয়ন .... কিন্তু পুঁজি আর অর্থ সীমিত, সময়ও সামান্য।

প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে সত্যি প্রচন্ড ব্যস্ত... তবু মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবার ঐকান্তিক ইচ্ছা আর উদ্দম কে সঙ্গী করে আশায় বুক বেঁধে এক বৈঠকে সবাই জড়ো হলেন মানসীর আজকের ঠিকানাতে, অনেক গল্প আড্ডা গানের পর সংস্থা তৈরীর পরিকল্পনা হলো।

কিন্তু নাম কি হবে ? Meeting চলল দুপুর ১২টা থেকে প্রায় তখন সন্ধে ছুঁই ছুঁই, অনেকের সাথের অনেকের সেদিন প্রথম দেখা যা এই টুকু সময় এর মধ্যে অন্তরঙ্গ তুই সম্বোধনে নেমে এসেছে, চলল আরো কয়েক Round চা Snacks উড়ল সিগারেটের ধোঁয়া শেষে এই গৃহবধূর দেয়া নাম হলো সবার পছন্দ। সবার সানন্দ স্বীকৃতিতে নাম হলো "মানসী" আমাদের অতি আদরের মানসকন্যা .. শুরুর সেই দিন থেকে আজও প্রায় ১১ বছর পেরিয়ে নতুন পুরনো সব সদস্যের কাছেই মানসী এক মানসকন্যা, যে সবে কৈশোরে হাজির হয়েছে, এই কন্যাকে বড় করতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সব সভ্যরা বধ্যপরিকর।

এবার সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পত্র জোগাড় করে শুরু হলো সদ্যজাত এই শিশুকন্যার পথ চলা ... ঢাকুরিয়া রেলকলোনীর বিস্তৃত অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হলো।

আজকের এই সাফল্য কিন্তু অতি কষ্টে অর্জিত .. আমাদের প্রতিনিধিরা রোদ, জল, ঝড়, তুচ্ছ করে, প্রচন্ড গরমেও AC-র নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে রেল লাইন ধরে হেঁটে হেঁটে এই বস্তির মানুষদেরকে স্বাস্থ্য পরিস্কার-পরিছন্নতার শিক্ষায় সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাদের সুখ দুঃখের খবর নিয়েছেন. তাদের চিকৎসার জন্য আয়োজন করা হতে শুরু হলো Medical Campএর... যাতে চিকিৎসকরা তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনা মূল্যে ওষুধও বিলি করতে শুরু করল। সেই সব মানুষ যারা মানসীর প্রতিনিধিদের সন্দেহের চোখে দেখতেন ... তারাই আজ জানেন মানসীর প্রতিনিধিরা তাদের পরম বন্ধু ...কারুর চিকিৎসার তো কারুর ছেলে মেয়ের শিক্ষার বন্দোবস্ত করে অর্থ সাহায্যে তো আবার কারুর হসপিটালের বিল ভরে দেওয়া, কারোর বা মেয়ের বিয়ের দায়ীত্ব নিয়েছে মানসী। তারা জানেন তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টে মানসী পাশে আছে আর থাকবেও।

এর পড়ে মানসী আয়লা আক্রান্ত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে ত্রান পৌঁছে দেয় যে সমস্ত অঞ্চলে অন্য কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পৌঁছতে পারেনি। এলাকার মানুষের হাত ধরে মানসী দুই লরী ত্রান নিয়ে সেই সব জায়গায় পৌঁছে যায়। এভাবে মানসীর নীরব পথচলা অনেক মানুষের নজরে আসে। অনেক মানুষ এগিয়ে এসে সদস্য পদ নিয়ে মানসীকে পথ চলতে সাহায্য করেন।

এর পর মানসী কোলকাতার উপকন্ঠে হুগলী জেলার কোন্নগর এর এক বৃদ্ধাশ্রমের ৪০ জন অসহায় মায়ের চিকিৎসার ভার নিজের ছোট্টো কাঁধে তুলে নেয়। বারাসাতের প্রত্যুষ অনাথ আশ্রমেও চলে মানসীর সাহায্যদান।

মানসী রক্তের প্রচন্ড চাহিদা মিটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন শুরু করে। এ যাবত চারটি এমন শিবির হয়েছে।

কালীঘাটের এক আশ্রম যেখানে যৌনকর্মীর শিশুরা ও অনাথ পথ শিশুদের আবাস সেখানেও মানসী পৌঁছে দিয়েছে সাহায্য আর ভালোবাসার স্পর্শ।

চলার পথে মানসী পেয়েছে প্রচুর শুভানুধ্যায়ীর আশীর্বাদ শুভেচ্ছা আর আন্তরিক শুভকামনা। মানসী তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকে মানসী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে।

আশা অনেক কিন্তু সাধ্য খুবই সীমিত ... তাই চলার পথে আজও আমরা ডাক দিয়ে যাই সমমনস্ক বন্ধুদের।

আমাদের স্বপ্ন আর সাধ দরিদ্র অসহায় সম্বলহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সাধ্য আর সময় খুব সীমিত তাই দরদীয়া মানুষের প্রতি আমাদের আহ্বান আসুন আমাদের সাতে যোগদিন ... মানসীর হাতকে সমৃদ্ধ করুন, মানসীর স্বপ্ন কে সফল করতে সাহায্য করুন। আসুন সবাই মিলে হিংসা, দ্বেষ,ঈর্ষা মুক্ত এক ভালোবাসার পৃথিবীতে সবাই যাতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারেন, তার জন্য এক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করি।

মানুষের জন্য মানসীর পাশে দাঁড়ান ... মানসী রয়েছে আপনাদের প্রতীক্ষাতেই

The forest is lovely dark and deep
But I have promises to keep
Miles to go before I sleep...

উত্তরণ

দেবাশীষ রায়

লাস্ট ট্রেণে ফিরছি। গতকাল যাত্রাশুরু, আজ ফেরা।

বেশ লাগে। হকারের হাতে ফুরিয়ে আসা চালের পাপড়। ক্যাটারিং সেরে ফেরা সার্ভিস বয়দের হাতে উদ্বৃত্ত খাবারের প্যাকেট, বার ডান্সার এর ঘাম মোছা মেক আপ আর মাতালের বেহদ্দ বিড়ি ফোঁকা বেহিসাবি সাহেবি চালে।

কারো ঘর আছে, কারো বার, কারো সব থেকেও নেই। সবারই, আছে পরিবার। পালন। যতন।

রাত ভালবেসে দিনের প্রতীক্ষা। দিন গেলে রাত। এভাবেই যায় দিন, যায় রাত। কিছু কথা, কিছু বাত - বাকি সবই বাতেলা। তবু বয়স থেমে থাকে না। কারো পঞ্চাশ - কারো বেহিসাবি মন। মনের মাঝে আছে যে জন।

আদি অনন্তকাল ধরে এ যাত্রা। কে কোন স্টেশনে নেমে যাবে জানা নেই। কে কোথায় সওয়ার হবে, তাও নেই জানা। সকলেই ক্ষনিকের অতিথি। জীবন যেমন। কখনো কে কার আগে যাবে, কখনো বা কার পরে কে দেবে মরণঝাঁপ, অভিমানে - অনাদরে, জীবনকে হেলায় হারিয়ে। কেউ বা সে সময় হাতে হাত ধরে উঠে যাবে মেট্রোর সিঁড়ি ছেড়ে এস্কালেটরে, উষ্ণতা নেবে তারিয়ে।

তবু সব ভুলে যাবে। না লেখা উপন্যাস, অপ্রকাশিত গল্পের মতন অনুল্লেখ থাকবে এক একটা জীবন। এক একটা অনাবিস্কৃত দ্বীপের মত। চারপাশ যদিও বা সজীব শ্যাওলার মতন, সবুজ পিচ্ছিল - অনবধানে অসতর্কতায় পদস্থলন।

মুষ জীবন - মহাপুরুষরা বলে গেছেন, যাই করো ন্না কেন, কিছু ছাপ রেখে যাও। জ্ঞানতঃ ভোট বাক্সের ছাপ ছাড়া আর কোন ছাপ স্বীকৃত নয় গণতান্ত্রিক সভ্যতায়। তার প্রতিফলন তবু অন্য কথা বলে, জয় হতে চায় মানুষে মানুষে হানাহানি, বিষোদগারে। অভুক্ত পেট স্থির চেয়ে থাকে দুমুঠো অন্নের খেঁজে, নিরাভরণ শরীর লজ্জা ঢাকে সন্তান কাঁখে, উষ্ণতা পেতে চায় পুরোনো কম্বলে - অজানা আদরে।

রাত শেষ হলে আশা সূর্য উঠবে তবে। আলোয় চোখ মেলবে নতুন দিন। রাতের অস্থিরতা কাটিয়ে কেউ এসে দাঁড়াবে পাশে, বাড়াবে হাত। নিরন্নের মুখে কিছু উদ্বৃত্ত সহযোগ তুলে দিতে, শীতের কাপড়ে কিছুটা উষ্ণতা নিয়ে। অন্ধ গলির চৌকাঠ পেরিয়ে রঙ পেন্সিল হাতে, রামধনু আঁকবে বলে। মায়ের মুখে সন্তানের আনন্দ দেখবে বলে। ভদ্দরলোকের মুখে ছাই দিয়ে পতিতপাবনী হয়ে। সে স্রোতে মিলবে নদী, খাল-বিল, খানাখন্দ, আবর্জনা যত, কিছু বা থিতিয়ে যাবে - কোনটি বা ফল্গুধারা হয়ে বইবে নিরন্তর অন্তরে অন্তরে, আপন হতে বাহির হয়ে।

নিজেরই অজান্তে ছাপ রয়ে যাবে, মনুষ্যজন্মের - মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতায় - স্বপ্নসন্ধানী মানসকন্যা "মানসী"

নাম নিয়েছাপ রয়ে যাবে।

আহ্বান

লোপামুদ্রা দত্ত

যদি বন্ধু হও, যদি বাড়াও হাত...

"মানসী"র পক্ষ থেকে বিশেষ আবেদন

"আপন হ'তে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া

বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া"...

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাকে সম্বল করে শুধুমাত্র ইচ্ছেশক্তির জোরে হাতে গোণা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষের সেবায়। দুঃস্থ, নিপীড়িত, আসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাদের লক্ষ্য

২০০৬ সালে "মানসী" (MANASI... the healing touch) তাদের প্রথম কাজ শুরু করে ঢাকুরিয়া রেল কলোনি বস্তিবাসী মানুষদের স্বাস্থ্য সচেতন শিক্ষাদানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় কাজটি ছিল কোন্নগর মাতৃ আশ্রমের সংসার পরিত্যক্তা মহিলাদের নিয়ে, যাদের পরিবার থেকেও নেই। যাদের খুব কাছের মানুষগুলির কাছেই ব্রাত্য তারা। সেই দুঃখী মায়েদের মুখে হাসি ফোটাতে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় "মানসী"। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির তৃতীয় কাজ "প্রত্যুষ" (বারাসাত) এর হতদরিদ্র কিছু শিশুর পাশে থাকা। কখনো তাদের মুখে খাবার তুলে দিয়ে, আবার কখনো তাদের জামাকাপড়, পড়াশোনার খাতাবই, পেন্সিল-পেন অর্থ শতরঞ্চি প্রদান করে তাদের জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এছাড়াও "মানসী" নিজের চেষ্টা এবং উদ্যমে চার বার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। দুর্ঘটনার কবলে বা জটিল অসুখে শুধু রক্তের অভাবে অনেক প্রাণ অকালে চলে যাওয়ার হাত থেকে, একটি পরিবারকে স্বজন হারানোর ব্যাথা থেকে রক্ষা করতে।

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে তাই আবেদন তারা "মানসী"র সদস্যদের পাশে এসে দাঁড়ান। "মানসী"র সদস্যপদ গ্রহণ করুন।

মানুষ বড় কাঁদছে.. তাদের ডাকে সাড়া দিন। তাদের মুখে একটু হাসি ফোটান। আসুন মানুষ হিসাবে গর্বিত বোধ করি আমরা সকলে, মানুষের পাশে দাড়িঁয়ে।

সকলের তরে সকলে আমরা...

অরন্য

দেবাশিস বসু
(সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট - হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি কলেজ)

আমাদের একটা অরন্য চাই।
ইট পথর কংক্রিটের নকল অরন্য নয়। সত্যিকারের অরন্য।
সেখানে গাছেরা ছায়া দেয়,
পাতারা বাতাসের তালে লুটোপুটি খায়,
আর পাখীর গানে হয় সকাল আর সন্ধ্যার ঘোষনা।
যেখানে পশরা পশুর বেশেই ঘোরে।
সভ্যতার মুখোসে আড়াল করে না হিংস মুখ।
এরকম একটা অরন্য।
যেখানে কেউ নিজের খেয়ালে ছিঁড়ে নেয় না ফুলের কবিগুলোকে। যেখানে সামাজিকতার খাঁচায় ঢেকে যায়না সাকালের সোনালী আকাশ।
যেখানে চোখের দৃষ্টিকে ঢেকে দেয়না পন্যসভ্যতার প্রলোভন।
কখনো মসৃন আর কখনো বন্ধুর পথ ধরে
চলতে থাকে পথ চলা।
দিন যায়, রাত যায়।
ক্ষনিকের হাসির কোমলতায়
মুছে ফেলি হৃদয়ের গভীর রক্তক্ষরন।
সারাদিনের অক্লান্ত ছুটোছুটি ফাঁকে,
সময় খুঁজে বাড়িয়ে দিই আমার নাতিদীর্ঘ দুটো হাত।
আরো অনেক মায়ের সেবার মধ্যে খুঁজেনিই
আমার হারানো মায়ের সত্যিকারের শ্রাদ্ধের অনুভুতি।
আর ক্রমাগত বনসাই হয়ে যেতে যেতেও
বুকের মাঝে বাঁচিয়ে রাখি একটা অরন্যের স্বপ্ন।
যেখানে তোমার হাতে হাত রেখে,
একসাথে শরীরে মেখে নেব
ভোরের সূর্য্যের প্রথম আলোর স্পর্শ।

বাবা

নিবেদিতা গাঙ্গুঁলী

বড়ো মনে পড়ে তোমায়,
বাবা-তোমায় বড্ডো মনে পড়ে।
আমার কপালের লাল টিপ -
যখন ভালো লাগে মা'র,
যখন অপলক তাকিয়ে মা - আমার দিকে-
তখন মনে পড়ে তোমায় খুব।
ছোটো বেলায় বন্ধুদের মুখে -
যখন ওদের বাবার কথা শুনতাম -
থাকতোনা বলার কিছুই আমার,
এক অদ্ভুত নিরবতায় মনে পড়তো তোমায়।

তোমার 'মোহর' ভালো আছে বাবা,
সুখদুঃখের মাঝে, শুধু চোখটা ভিজেআসে -
যখন মনে পড়ে তোমায়খুব।
ভালো থেকো তুমি, আমিও থাকবো ভালো,
মায়ের পাশে তোমার মতো, তোমার ভরসা নিয়ে;
আমার যা'কিছুসব দিয়ে -
মা'কে আগলে আমি, তোমার মতো।
তবুও মনে পড়ে বাবা -
তোমায় বড্ডো মনে পড়ে।

মোহর

বসন্তদিন

তাপস দাস (ধাতু ভাস্কর্য শিল্পী)

অনন্ত অপেক্ষা শেষে
এসেছে বসন্তদিন
শুষ্ক এই হৃদ অন্তরে...
যদিও বসন্ত বায়ু
ফিরে ফিরে আসে
পাতা ঝরে, পাতা ঝরে
জন্মায় নতুন সবুজ
রক্তপলাশ ফুটে গাছে গাছে...
তুও বসন্ত আজ এসেছে
জীবনে আমার
অনন্ত অপেক্ষার পরে
আমার এই হৃদয় অন্তরে

মানসী - প্রত্যুষ একই প্রাণের স্পন্দন

ডঃ অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক, প্রত্যুষ)

পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ে ও তাদের পরিবারের মর্যাদা ও আত্মসম্মান নিয়ে গড়ে তোলার পথে প্রত্যুষ যখনই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে তখনই বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মানবিকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। এমন এক বন্ধুর নাম "মানসী"।

উত্তর চব্বিশ পরগণার আধো গ্রাম আধো শহরের পরিমণ্ডলে গড়ে তোলা প্রত্যুষ সংগঠন গত ১৯টা বছর ধরে এই মানুষ হয়ে ওঠা গড়ার কাজে প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে আছে। এই কাজে ছেলেমেয়েদের ও তাদের মায়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগার করতে গিয়ে প্রভূত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এর মধ্যে পাঠ্যসামগ্রী যেমন আছে, তেমনি জামাকাপড়, খাবার-দাবার, চিকিৎসা, খেলাধূলার সামগ্রী ইত্যাদিও আছে। এর জন্য প্রত্যুষের বন্ধু হয়ে ওঠা সংগঠনগুলি তাদের সাধ্যের মধ্যে, কখনো কখনো সাধ্যের বাইরে গিয়েও প্রত্যুষের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করে চমৎকার একটা পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। মানসী প্রত্যুষের তেমন বন্ধু যাঁরা অতীতের পথ বেয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায় মুশকিল আসানের ভুমিকা পালনে সক্রিয় ছিল, আছে এবং থাকবে।

প্রত্যুষের তখন নিজস্ব আবাস ছিল না। কাজিপাড়ার জনৈক শুভানুধ্যায়ী শ্রী তপন চক্রবর্তী তাঁর বসবাসের বাড়িটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন প্রত্যুষের ছেলেমেয়ে ও তাদের মায়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিবিধ কাজ করবার জন্য। আর্থিক কষ্ট, মনের উপকরন জোগার করার কষ্ট লেগেই ছিল। বন্ধু দেবাশীষ রায় একদিন এসে খবর দিল, ঢাকুরিয়ার "মানসী" সংস্থা প্রত্যুষের ছেলেমেয়েদের সাথে একটা দিন আলাপচারিতায় কাটাতে চাইছে। ছেলেমেয়ে এবং তাদের মায়েদের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করবে বলেছে। মানসীর সম্পাদিকা শ্রীমতি লিপিকা ঘোষ দস্তিদার এ ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলবে। মানসী সম্পর্কে কোন ধারনাই তখন ছিল না। তবুও প্রথাগত ভাবে কথা হল সম্পাদিকার সাথে। ঠিক হল ওরা রবিবার সকাল সকাল এসে পড়বে প্রত্যুষের অস্থায়ী ঠিকানায়।

নির্দিষ্ট দিনে একঝাঁক উজ্জ্বল মানুষদের নিয়ে হাজির হল মানসী। প্রত্যুষের ছেলেমেয়েরা উচ্ছল হয়ে উঠল মানসীর প্রানবন্ত সদস্যদের স্পর্শে। গান হল, নাচ হল, আবৃত্তি হল। এক্কেবারে খুদেরা মানসীর পিসি, দিদি কাকুদের কোলে কোলে আদর খেয়ে ভেসে গেল আনন্দের জোয়ারে। সেবারে উপহারের ডালির সাথে ছিল মন মাতানো খাবার সমাগ্রী। হৈ হৈ করে চল্ল মানসী-প্রত্যুষের আনন্দ লহরী। যাবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল, "আছি, প্রত্যুষের পাশে। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে বন্ধুর মত থাকবো চিরকাল"। তারপর অনেকদিন চলে গেছে। টেলিফোন, ফেসবুকে, হোয়াটস এপ" এ খবর আদান-প্রদান হয় মানসীর সাথে। লিপিকা ইতিমধ্যে আমার বোনের জায়গায় আন্তরিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রত্যুষের প্রতিটি কাজের সাথে মানসীর যোগসুত্র বেশ শক্ত সামর্থ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে প্রত্যুষে না আসার দুঃখ যন্ত্রনা লিপিকার লেখায়, কথায় ব্যক্ত হয়। "ওদের জন্য প্রাণ কাঁদে অনিদা" - লিপির নির্মল অভিব্যক্তি।

তারপর মানসী সংগঠিত হয়ে উঠলো আবার। প্রত্যুষের জন্য মানসী ইচ্ছাপুরণে লিপিকার সাংগঠনিক প্রক্রিয়া তৎপর হয়ে উঠল। নাব্যতা হ্রাস পাওয়া মানসীর নদীতে নতুন করে প্রাণের জোয়ার এল। ঘাটে ঘাঠে সারা পরে গেল। সেজে উঠল সবাই। প্রত্যুষে খবর এল, 'অনিদা আমরা আসছি'।

ফেব্রুয়ারীতে এল নব পর্যায়ের মানসী। ইতিমধ্যে প্রত্যুষের নিজস্ব জমি-বাড়ি হয়েছে। আসবার আগে ছেলেমেয়েদের দরকারের তালিকা চাইলো সম্পাদিকা, আমার বোন লিপি। নির্দিষ্ট দিনে মানসী এল। বিট্টু সেবার খুব ছোট্ট ছিলো। এবারে সে অনেক বড়। কি সুন্দর ছবি তোলার হাত ওর। দারুণ ছবি তুলল। লিপির জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী দেবাশীষ এল একগুচ্ছ নতুন বাতাস নিয়ে। নতুন বন্ধু লোপামুদ্রা দত্ত এল ছোটদের বন্ধু হয়ে। দেবাশীষের ছড়াছড়ি ছিল সেদিন। ছিল আরো ছোট-বড় বন্ধুরা। দেবাশিস বসু, মৌসুমী, সিদ্ধার্থ, শান্তনু বোস সকলের সাথে একাত্ম হয়ে গেল মূহুর্ত। সুজাতা মুখার্জী, পূজা রায়, পায়েল বোস ও ছোট্ট দিয়া বাদ যায়নি, অসাধারণ এক পরিমণ্ডল! সবাই মিলে বসিয়েছিল ভালোবাসার হাট। ছেলেমেয়েদের সে কি আনন্দ। এবারে লিপির পতি দেবাশীষ'এর কাছে জানানো হল, ছেলেমেয়েদের বসার জন্য শতরঞ্চির ব্যবস্থা করবার কথা। এক কথায় রাজী হয়ে গেল দেবাশীষ। মানসীর কাছ থেকে কয়েকদিনের মধ্যে এল নতুন সতরঞ্চি। মানসীর শ্রীমতি লোপামুদ্রা দত্ত জানালো, বিপদে-আপদে প্রত্যুষ যেন তাকে পাশে রাখে। কি আন্তরিক আবেদন।

ক্রমশঃ মানসী ও প্রত্যুষের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। প্রত্যুষ পরিবার ও মানসীর পরিবারের মধ্যে এখন আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সকলেই তৃপ্ত। এই বন্ধন আরো মানুষের কাছে পৌছে দেবে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের এগিয়ে আসার কথা। তাদের জীবনে নতুন আলোকমালার সজ্জায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা। সকলের ভালোবাসায় মানসী এগিয়ে চলুক, আর ওদের হাত ধরে আমাদের ছেলেমেয়েদের নতুন দেখার দিন শুরু হোক।

"অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি"

রুমা ব্যানার্জ্জী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

রাত তখন দুটো, হঠাৎ মনে হল হৃদস্পন্দন থেমে গেলে, না, একটু পরেই আবার চলতে শুরু করলো। বেশ কয়েকবার এরকম হওয়ার পর অনুভুতি যেন কানে কানে এসে বললো, যাবার সময় হয়েছে। টের পেলাম সত্যি কোন এক অজানার পথে আমার শরীর পাড়ি দিয়েছে।

তবে কি এ শেষযাত্রার পথ, যা একটু আগেই অনুভুত হল ? শিউরে উঠলাম, না না, সত্যিতে নয়, উপলব্ধিতে।

পাশেই ওনাকে জিজ্ঞেস করার প্রবনতায় হাত বাড়ালাম, হাত অবশ, পারলাম না। অসহায়, অপারগ মন বেদনায় ভরে গেল। ঈশ্বরকে ডাকলাম, একবার অন্তত জানিয়ে যেন যেতে পারি এই অন্তিমযাত্রার কথা। সত্যিই পরম করুণাময় তিনি, আমার অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

কোনরকমে ওনাকে ডেকে বলতে চাইলাম, কিন্তু সফল হলাম না, স্বর বেরোল না, হাত পৌঁছালো। স্পর্শে উনি প্রায় লাফ দিয়ে আঁৎকে উঠলেন। ভয়ার্ত কন্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে, এত ঠাণ্ডা বরফের মতন কেন আমার শরীরর ?

কথার জবাব দিতে পারলাম না, কিন্তু আঙুলের ঈশারায় চিনির জল খেতে চাইলাম (পরে শুনেছি, ওই চিনির জল-ই রক্ষাকর্তা র কাজ করে ভবসাগরের এপারে রেখে দিয়েছিলেন)। দৌড়ে নিয়ে এলেন চিনির জল, খেলাম, একটু সুস্থ বোধ করে বল পেলাম। একটু বলতে সক্ষম হলাম যে হার্টবিট বন্ধ হচ্ছে ও চলছে। আবার পূর্বাবস্থায় চলে যাই, বলার পরেই।

খুব কম বয়েস ছিল, ছেলে তিন বছরের। সেই সময়ের মধ্যে যে মানসিক স্থিতি ছিল, তা আপনাদের শেয়ার করার প্রবল ইচ্ছে দমণ করতে পারলাম না। জানি এগুলো পড়ে আপনারা খুব হাসবেন, কিন্তু তাও বলেই দিলাম।

প্রথমত - মনে হল, কারোর কাছে কোনও ঋন নেই তো ? স্মৃতি বললো নেই, আহহহহ্ কি স্বস্তি;

দ্বিতীয়ত - কারোর সঙ্গে খাপাপ ব্যবহার করে দুঃখ দিইনি তো, ক্ষমা চাওয়ার সময় নেই। মন বলল, না, প্রশান্তি এল।

তৃতীয়ত - ছেলে খুব ছোট, ওর বাবা যদি আবার বিয়ে করেন, সেই মা খুব ভালো মা হন।

এরপর ছোটাছুটি, হাসপাতাল স্ট্রেচারে যেতে যেতে একটা কথা যা আজও মনের ভিতর ভেসে ওঠে, "keep her eyes open, otherwise she may go into comae."

এরপরে আর কিছু মনে পড়ে না। দুদিন পরে জ্ঞান ফিরলে গল্প শুনি।

ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন দেখেও ভুল ওষুধ দেওয়ায় এই বিপর্য্যয়।

আমি তাও আটটির বদলে চারটি সেবন করেছিলাম বলে আপনাদের কাছে গল্পটি বলতে পারলাম। "রাখে হরি মারে কে" - আর একবার মন পড়ল।

"আমার রক্তে ইষ্ট বেঙ্গল"

দেবাশীষ ঘোষদস্তিদার

সিরিয়ার অবস্থা জানো ? সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ৪০০ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। ওরা যুদ্ধ বোঝে না, রাজনীতি বোঝে না, হানাহানি বোঝে না। ওরা তো স্বপ্ন দেখেছিলো বড় হওয়ার. কেউ তোমার মতো ফুটবলার হওয়ার। ওরা জানতো না, জীবনের শুরুতেই বারুদ মেখে চলে যেতে হবে।

জানো আমনা, আমরা যারা পূর্ববঙ্গীয় তাদের এখনো শুনতে হয় - আমাদের জাত কি

পিঠে কাঁটাতারের দাগ আছে কিনা

মাঠে টিকিট কেটে ঢুকি নাকি বেড়া টপকে

হ্যাঁ আমাদের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও এসব শুনতে হয়।

আমনা, আমি জাত-ধর্ম বিশ্বাস করি না।

তুমি সেদিন যখন গোল করলে তোমার সাথে সাথে আমিও আল্লা কে ডেকেছি.. হ্যাঁ আল্লা কে। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি লাল হলুদ স্বপ্ন যারা দেখে তাদের হারতে নেই, উদ্বাস্তু দের মাটি কামড়ে পড়ে থেকে লড়ে যেতে হয়।।

আমনা তুমি এই উদ্বাস্তু দের জন্য লড়ছো, লড়ে যাও, তোমার করে দেখানোর জেদ আছে ... জয়ের আকাঙ্খা আছে, তোমার মধ্যে আগুন আছে। এই আগুন বাকি দুটো ম্যাচে জ্বলে উঠুক। অমরা জীবন দিয়ে সমর্থন করবো।

আর সবশেষে তোমার কাছে একটা আব্দার, আই লীগ পেলে তা সিরিয়া কে উৎসর্গ কোরো, তোমার জন্মভুমি কে, সেখানের অকালে ঝড়ে যাওয়া কুঁড়ি গুলো কে।।

ইতি

তোমার আগুনে সিক্ত হওয়া এক উদ্বাস্তু

Dr. Sumanta Thakur

Director -New Life Nursing Home

জীবে প্রেম-এর উদাহরণ দিয়ে নিজের ঢাক না বাজিয়ে বাস্তব কথাটাই বলি এই সুন্দর পৃথিবীতে শিক্ষা, অশিক্ষা, বেদনার, দারিদ্রের এক ফিউসন আমার মনে কনফিউসন তৈরী করে। যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তাদের কথা নয়। অপুষ্টি, দারিদ্র জর্জরিত কিছু শিশু অকালে নষ্ট হয়ে যায়। এই অভাবী শিশুগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের কোনও শিল্পী, গায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সমাজসেবী পরোপকারী কোনও ভালো মানুষ।

"মানসী"-র কর্মধারা সম্পর্কে আমি অবগত। লিপিকা ঘোষ দস্তিদার আর তাঁর সহযাত্রীরা বা সমাজে অভাব অনটন ভোগা, পড়তে চাওয়া শিশুদের পড়াশোনা বা স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁদের আমার ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই। আমি আশাবাদী যে, জল ও পুষ্টির অভাবে অকালে শুকিয়ে যাওয়া ফুল গাছগুলো সজীব হয়ে উঠবে "মানসী"-র মানবিকতার ছোঁয়ায়। আমি কোনও ভাবে "মানসী"-র উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হতে পারলে গর্বিত বোধ করবো।

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি।

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'।

কবির এ কথা বাস্তবায়িত হবে একদিন মানসীর হাত ধরে। আমি আশাবাদী।

নাজমার কথা

সঞ্জীব ব্যানার্জী

তারপর... তারপর এত দিনে দশ বছর হয়ে গেল। কত্ত দিন কত্ত কাস্টমারকে সুখ দিলাম কে জানে। খালা কয় আমি নাকি তার ঘরের লছমি। আমি আসার পর থেকে খালার নাকি আর কোনো চিন্তা নেই। মাঝে মাঝে আমার বেশ শান্তি হয় জানেন, এটা ভেবে যে আমি কারেরা তো কামে লাগলাম। চুমুর নিশ্চিন্তি নেশা থেকে বেড়োতে পারলে হয়ত আজ লেখাপড়া শিখে আব্বু আম্মির স্বপন সফল কত্তে পারতাম ... আজ হায়, কোথায় সে সব ! ! !

রাতের অন্ধকারে জুঁই এর সুবাসে বন্ধ জরজায় কাস্টমারের জোড় করাটা আমাকে বারে বারে মনে করাতো আমার স্বপ্নের মরদ শরীরটাকে

কি করে ভুলি বলুন, প্রেথুম প্রেথুম কাঁচা পিরিত আর সপ্ন সুখের মতো রফিকের কামড়...।

প্রায়ই এখানে নতুন নতুন মেয়েছেলে আসত থাকার জন্য। কেউ আসত পেটের দায়ে কেউ বা আমার মতো জীবনের রাস্তায় পিছলে; শেষে একটু থাকার আশায়। বয়স যাদের বেশ কিছুটা কম থাকত তাদের কাছে খালা আমাকে পাঠাতো, যাতে আমি তাদের বুঝিয়ে নামাতে পারি লাইনে। সেদিন ও আমার ডাক এলো। ঘরের সামনে আসতেই আমার মনে পড়ল দশ বছর আগের সেই দিন। ওর মতো আমিও লুকিয়ে ছিলাম আধা অন্ধকার ঐ ঘরের কোনটায়। বুক ফাটা জ্বালায় আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু ঠোঁট দুটো কাঁপছিল আর চোখে ছিল ভয় লজ্জা আর যাওয়ার যন্ত্রনা।

"... কি নাম তোমার ?"

"... রিজওয়ানা"

"... কেঁদো না, আমি তো আছি। একটু জল খাও বোন"

"আমাকে বাঁচাও দিদি। আমি তো ভালোবেসেছিলাম। ও আমাকে ঠকিয়েছে। আমার ভাইজানের কাছে আমায় নিয়ে চলো"।

ওকে আমি নিয়ে এলাম আমার সাজার ঘরটায়। আলোর ছটায় ওর মুখটা ভালো করে দেখে বুঝেছিলাম যে ও আমার কাছে বাঁচার আশা করেছিল। তার পর বেশ কিছু দিন কাটল, আমি ওর সব ঘটনা শুনলাম। সেদিন ই আমি আল্লার কাছে কয়েছিলাম আমার প্রাণ থাকতে ওর কিছু হতে দিব না, ওকে সেহিসালামত এর ভাইজানের কাছে পাঠাব। রোজ রাতের শেষে ক্লান্তি আর যন্ত্রনা ধুয়ে যখন ঘরে আসতাম ঐ সত্তেরো বচ্ছরের মেয়েটা আমাকে জড়িয়ে ধরতো, খুব আদর করতো আর কইতো - "আমার আম্মি নেই, তুমি আমার আম্মির মতো আগলে রাখো। আব্বু নতুন আম্মির কাছে থাকে; তাই ভাইজান আমাকে নিয়ে থাকে, ও শাদি করেনি; যাতে আমার আব্বুর কমি মেহেসুস না হয়।"

সত্তেরো বচ্ছরের মেয়েটাকে অন্নেকবার ওষুধ খাইয়ে সাত্তাইসের করার জন্য খালার ছেলেরা আসত। আমি রুখতাম পাপের টাকায় এর জন্য বাইরে থেকে খাবার কিনে আনতাম। কিন্তু একদিন শুনলাম খালা ওকে বিচে দিচ্ছে কোনো এক পয়সাওয়ালা বাবুকে। ওরা নাকি খুব মোটা রকম দিচ্ছে। আল্লাতালাকে দেওয়া কথা আমাকে রাখতেই হতো। তাই তো ফাঁক পেয়ে সেদিন রেতে আমি বেড়িয়ে গেলাম। অত্ত মরদের সাথে আমি লড়তে পারতাম না, তাই তো যাবার সময় খালার যাঁতি খান নিয়েছিলাম। তখন বুঝিনি যে ঐ বাবুর এত্তো নাম ডাক এ শহরে। তাই তো রিজুর পানে চেয়ে খোদার নাম নিয়ে চালিয়ে দিলাম যাঁতিটা এর নলিতে। আর তার পর ... তার পর তো আপনারা এলেন। যাক রিজু ওর ভাইজানের কাছে যেতে পারল। কই চলুন আমাকে নিয়ে চলুন, এবার আমি খুব শান্তিতে থাকব ' ঘরে, ঐ কালকুঠরি আমার সপ্ন গো। অন্নেক তো সাজলাম এবার সাদা নীল শাড়িতে সারাদিন খুব কাটাব আর রেতে শান্তিতে ভাববো আমার আম্মি আব্বু ভাইজান আর রফিকের কথা। রেতে একটু ভালো করে ঘুমাবো। কত্ত দিন ভালো ঘুম হয়নি। আগে তো আম্মির আঁচল না ধরতে পারলে ঘুম আসতো না।

"... দাড়াও নাজমা তোমার সাথে কেউ এক জন দেখা করতে এসেছে।"

"... কে ম্যাডাম ? আমার আবার কে আছে ?"

"... ক্যান রে নাজমা, আমাকে কি একবার মানুষ হওয়ার সুযোগ দিবি না ?"

"...ও, তুমি। তোমার বোনকে কিচ্ছুটি হতে দিই নি গো। ওকে ভালো করে লেখাপড়া শিখিও আর এই ম্যাডাম এর মতো অন্নেক বড়ো করো। যাতে ও আমাদের মতো মেয়েদের রক্ষে করতে পারে। আজ তবে আসি গো।"

"... দাড়াঁও নাজমা, আমার খুব বড়ো ভুল হয়ে গেছে রে। তুই আমাকে আর চাস না বল ? সেদিন আমার টাকার খুব দরকার ছিল রে, তাই এত্তো বড়ো পাপটা করেছিলাম। আমি জানি তুই কেনো আল্লাও আমাকে র‍্যেহেম দেবে না। আমি তোকে এই জেল থেকে বের করার জন্য লড়বো নাজমা। তোকেই আমি নিগাহ করবো। আমাদেরও সুখ আসবে রে।"

"... আমি আজও তোমাকে চাই। তবে আজ আর আমার কিছু নেই গো। শরীরের সাথে মনটাও টুকরো হয়ে গেছে জান। পরের বার আসবো আর সব্বাইকে সুখ দেবো। তখন আমায় নিশ্চিন্ত চুমুর টানে বেঁধে রেখো।"

ভাইজান আর নাজমা দিদি সেদিন আরও কিছু কথা হয়তো বলেছিল। সব ভাইজান আমাকে বলতে পারেনি। খুব কষ্ট পেতো ভাইজান। ডাক্তারি পাশ করে যখন আমি প্র্যাকটিস করছি তখনই একদিন পুলিশ কনভেনিয়ান্সে আমার ডাক পড়ে নাজমাদির চিকিৎসার জন্য। স্মৃতিবিস্মৃত হওয়ার কারনে দিদি আমার চিনতে পারেনি। একটানা প্রায় একুশ বছর বিভিন্ন অবস্থায় নিজেকে পিশতে পিশতে ওর শরীরে বেঁচে থাকার নুন্যতম সম্ভাবনাও ছিল না। ভাইজান একদিন দেখতে গিয়েছিল, তবে লাভ হয়নি, দিদির সময় তার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

MANASI
Supporting Mankind

WEBSITE LAUNCH OF MANASI
BY SRI PURNA CHANDRA DAS BAUL

MEDICAL CAMP AT DHAKURIA RAIL COLONY

MANASI
Supporting Mankind

UTTAMANANADA MATRI ASHRAM
KONNAGAR MEDICAL CAMP HELPING WIDOWS

PRATYUSH BARASAT
HELPING POOR CHILDREN AND THEIR PARENTS

MANASI©
Supporting Mankind

AYALA RELIEF WORK AT GOSABA SUNDARBAN
HELPING WITH NECESSARY FOODS, CLOTHING'S, MEDICINES, AND SHIFTING THEM AT A SAFER PLACE

MANASI©
Supporting Mankind

SIT AND DRAW COMPETITION

ON 10.02.2018

New Light Home Kalighat

Durga Dolui
Age: 8 Years, 1st

Arpita Roy
Age: 8 Years, 2nd

Anushree Chakraborty
Age: 8 Years, 3rd

Surya Shaw
Age: 12 Years, 1st

Soniya Mallick
Age: 10 Years, 2nd

Sachin Mallick
Age: 12 Years, 3rd

Rahul Shaw
Age: 14 Years, 1st

Reeme Mallick
Age: 14 Years, 2nd

Rakesh Biswas
Age: 13 Years, 3rd

Akash Halder
Age: 15 Years, 3rd

Ashim Goswami
Age: 15 Years, 3rd

Diptangshu Mukherjee
Age: 06 Years, Member Manasi

Camlin

Co Powered by : Kokuyo Camlin Ltd.

দীর্ঘশ্বাসের এপার ওপার

রানা পাল (চিত্র পরিচালক)

একা একা দৃশ্যটা উপভোগ করেছি বলে মনে কোন অস্বস্তি হয়নি। আমার সঙ্গে যদি কোন সাথী থাকত, তবে সে তার মতন দেখত, আমি আমার মতন দেখেছি।

তবে হ্যাঁ, এই দৃশ্য দেখে যে আনন্দ হয়েছে, তা মুখ ফুটে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারিনি। তার জন্যেই তো এই লেখা।

তাও লিখতে বসে দেখলাম, ঘটনাটা খুবই ছোট। আর যখনকার ব্যাপার তখনই ভাল লাগে। পরে এর উৎকর্ষতা কমে যায়।

দৃশ্যটা হল, দড়ির ঝোলানো সাঁকো থেকে ঝুঁকে আমি দেখলাম, স্বচ্ছ জলের মধ্যে দুটো মাছ খেলা করছে। আমি ওদের নীলাভ পিঠ দুটো দেখতে পেয়েছিলাম। আমার কি ভালো যে লেগেছিল।

হঠাৎ মনে হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য বোধহয় এটাই। আর দৃশ্য উপভোগ করাটা যেহেতু চোখের ব্যাপার তাই কান দিয়ে তা উপলব্ধি করো যায় না, কাউকে বলে কি হবে ?

এই টুকু লিখে পাপড়ি খাতা থেকে মুখ তুলে, টাইম পিস্‌টা দেখল। এখন রাত সাড়ে এগারোটা।

ঘরের আবহাওয়া বাতানুকুল। যন্ত্রটির মৃদু আওয়াজ ঘরের মধ্যে এক ঘেয়ে আবহ সৃষ্টি করেছে।

পাপড়ির পরনে একটি ঢোলা সাদা রঙের টি সার্ট। নরম বিছানায় উপুর হয়ে, বুকে বালিশ চেপে ডায়রী লিখছে সে। এ তার প্রতিদিনের রাতে ঘুমোতে যাবার আগের রুটিন। পাপড়ি আবার তাড়াতাড়ি কলমটা শক্ত করে ধরে লিখতে শুরু করল।

এখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। আচ্ছা মাছ দুটো এখন কি করছে ? হয়ত ঘন শ্যাওলার নীচে পাশাপাশি চুপ করে ঘুমোচ্ছে। তাদের চোখ দুটো ড্যাব ড্যাব করে খোলা।

আবার লেখা থামাল পাপড়ি। এই যাঃ, আমি কি সব ভুলভাল লিখে যাচ্ছি। কথাটা খুব আস্তে আস্তে বলতে বলতে জিভ কাটল পাপড়ি আমি তো একা ছিলাম না !

তিন তলায় একটাই ঘর। অতনুর নিজস্ব ঘর। তবে ঘরটির চেয়েও সামনে ছড়ানো ছাদটা অনেক বেশী প্রিয় অতনুর। রাতে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, সেই ছাদের আলসের পাশে এসে দাঁড়ায় অতনু। তার পরনে একটা জংলা ছাপা বারমুডা প্যান্ট।

মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। আজ আকাশে চাঁদ নেই। আছে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটি তারা। সেই স্বচ্ছ আলোতেই যেন ঝিকিয়ে উঠল অতনুর নগ্ন বুক পিঠ।

আজ বেশ গরম। একটাও গাছের পাতা নড়ছে না। সেদিকে খেয়াল নেই অতনুর। অন্যমনস্কভাবে টানা সিগারেটের এলোমোলো ধোঁয়ার মত তার মন ছুটে যায় আজ বিকেলের দিকে।

আমি আর পাপড়ি আজ বিকেলে পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ও আমাকে ডেকে দুটো মাছ দেখিয়ে বলেছিল, কি সুন্দর নাঃ।

দুটো সাধারণ মাছ। ওতে কি দেখার আছে।

পাপড়ি একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। আমার একটুও ভাল লাগছে না। তবুও ভদ্রতা করার জন্য, দেঁতো হাসি হেসে বললাম, হ্যাঁ কি সুন্দর।

আমার মুখ থেকে ওর চোখ সরে যেতেই গম্ভীর হয়ে গেলাম। পাপড়িকে এতদিন পরে কাছে পেয়েও বোধহয় পেলাম না।

শুধু প্রেম

নিবেদিতা গাঙ্গুঁলী

ভালবাসার আর এক নাম তুমি,
না'তোমার আর এক নাম ভালবাসা-
এই প্রেম এত গীঁর,
কোনদিন কাছে পাবোনা আমার ক'রে-
তাই না শুধু এ প্রেম।
জানিনা সে'ব,
কোনো হিসেব মেলাতে পারবোনা-
শুধু ভালবাসতে পারবো,
আরো অনেক অনেক বেশি।
হয়তো, যাকে নিজের করে পাওয়া যায়না-
প্রেমটা তার সাথেই হয়,
মনের কাছে সে'ই থাকে-
অনেক দুরে থেকেও।
শেষ নিঃস্বাস পর্যন্ত।
তাকেই ভালবাসতে মন চায়,
আরো অনেক অনেক বেশি।

বাঁধের ওপর

নিবেদিতা গাঙ্গুঁলী

বাঁধের ওপর দাড়িয়ে আমি
জল একদিকে, ছাপিয়ে উঠেছে।
আর একদিকে - কিছু ঘর, কিছু সংসার
স্বপ্নগুলো সব জড়ো করা।
স্বপ্নহীন আমি
ওদের সঙ্গে মিশেই আমার স্বপ্নমাখা
কিছু ভালোলাগা, কিছু ভালোবাসা
এভাবেই জন্ম নেয়।
বাঁধের ওপর আমি একা নির্বিকার
ভালোলাগাগুলো জড়ো করে বসে,
বোকা বোকা অভিমান তাড়িয়ে বেড়াই।
ওদিকে জল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যায়।
সতর্ক মন দেবেনা কাউকে বানভাসী হতে;
আমি যে স্বপ্ন গায়ে মেখে থাকতে চাই।
জড়ো করা ভালোলাগগুলো
দিতে পারিনা বানভাসী হতে
বাঁধ ছাপিয়ে জল এলে
সব চুরমার হয়ে যাবে।
স্বপ্নের অভিমান নিয়ে বাঁধ পাহারায়
আমি জেগে আছি

পুরুষের বন্ধ্যাত্ব

ডঃ শিউলী মুখার্জ্জী
সোল প্রোপাইটার - মুখার্জ্জি ফার্টিলিটি সেন্টার
এম এফ সি ওমেন এন্ড চাইল্ড কেয়ার

সন্তান উৎপাদনে অক্ষম পুরুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। সংখা তত্ত্বে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান। এর এক অন্যতম কারণ পরিবেশ দুষণ।

স্পার্মের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে ওলিগোস্পার্মিয়া, অ্যাজুস্পার্মিয়া, টেরাটোস্পার্মিয়া, হাইপারস্পার্মিয়া, পায়োস্পার্মিয়া, লিগোপ্রাস্থেনোস্পার্মিয়া। তবে মনে রাখতে হবে যে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব আর সেক্সুয়াল ডিসফাংশন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

স্পার্ম কাউন্ট বা স্পার্মের গতিশীলতা কমার কয়েকটি কারণ

১. শুক্রানুর টেল অর্থৎ লেজের দিকে কোন সমস্যা।
২. স্পার্মের মরফোলজির অস্বাভাবিকত্ব।
৩. কোন যৌনরোগ বা ইনফেকশন।
৪. বয়স বাড়ার ফলে পুরুষের অ্যান্ড্রোপজ।
৫. কিছু বিশেষ বিশেষ ওষুধ বা রাসায়নিকের প্রভাব।
৬. ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনসন হলে তার সঠিক চিকিৎসা না করা।
৭. পিটুইটারি গ্রন্থির সমস্যার কারনে ফলিকল স্টিম্যুনেটিং হরমোন (FSH)ও লিউট্যিনাহজিং হরমোন ঠিকমতো নিঃস্বরন না হওয়া।
৮. রেডিয়েশন বা বিকিরনের মধ্যে থাকা।
৯. থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা।
১০. খুব গরমের মধ্যে বা কোলের ওপর ল্যাপটপ রেখে একটানা কাজ করা।
১১. ইজাক্যুলেটরি ডাক্ট ও বাস ডিফারেন্স পথে সংক্রামন বা আঘাতজনিত সমস্যা
১২. টেস্টিসেয় লেডিগ বা সারটোলি সেলের ত্রুটি বিচ্যুতি।
১৩. নিয়মিত ভাবে ডিপ্রেশন বা অন্যান্য কোন ক্রনিক অসুখের ওষুধের কারনে সাময়িক সমস্যা।
১৪. দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, টেনসন, উৎকন্ঠা।
১৫. যথেচ্ছ ফাস্টফুড খাওয়া।
১৬. নিয়মিত রাত জেগে পার্টি, মদ্যপান, ধুমপান নারী ও পুরুষ উভয়ের বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারন
১৭. বিশ্রামের অভাব ও অনিদ্রা।
১৮. চাইট অর্ন্তবাস পড়া
১৯. অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক।

অফিসের কাজের চাপ, সংসারের অশান্তি ও স্ত্রী অসংবেদনশীল হলে পুরুষের মানসিক সমস্যার কারনে সাময়িক ভাবে যৌন জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি সিমেন অ্যানালিসের জন্য সিমেন দিতে বলা হলেও আশঙ্ক। ও ভয়ে সিমেন দিতে সমস্যা হতে পারে

চিকিৎসা - ফিজিশিয়ান বা ইরেকটাইল ডিসফাাংশন, ইজ্যাকুলেশন ও স্পার্মকাউন্ট সমস্যার চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনে অ্যাসিস্টেড ডঃ রিপ্রোডাকটিফ টেকনিকের সাহায্যে নিতে হয়। ইকসি, আই ইউ আই বা আই ভি এফ (টেস্টটিউব ফার্টিলাইজেশন) এর সাহায্যে এবং একান্ত প্রয়োজনে স্পার্ম ব্যাঙ্কের সাহায্যে নিয়ে সন্তান উৎপাদন সম্ভব।

আগমনী

রাজু চক্রবর্ত্তী
(লোক সঙ্গীত শিল্পী)

মা এসেছে, মা এসেছে সাজো সাজো রব,
মা এসেছে, মা এসেছে শঙ্খ বাজাও সব।
পথের শিশু পথের মাঝে অবাক হয়ে চায়,
তার দিকে কোন মানুষ ফিরে না তাকায়।
খালি দেহ হাফ প্যান্ট গায়ে ধূলোর চড়া.
ভেলপুরী আর ফুচকা দেখে জিভটি জলে ভরা।
মন চাইলেও পায়না খেতে, পয়সা যে তার নেই
বাবা কোথায় চলে গেছে, তার শৈশবেই।
লোকের বাড়ি কাজ করে মা, কোন ছুটি না পায়
পথের শিশু, পথের মাঝে পথেই থেকে যায়।

শুভেচ্ছা বার্তা

সুতপা রায় (সদস্য উত্তমানন্দ মাতৃআশ্রম)

Manasi... the symbol of ecstasy, loved by everyone.
On behalf of the UTTAMANANDA MATRI ASHRAM, I convey our sincere thanks and gratitude for staying with us.

May the richest blessings of our “MA DHANKALI” who is worshiped in our Ashram temple, be always with all members of MANASI who carry on this noble work for the community.

with thanks and kind regards
Sutapa Roy
Saltlake, Kolkata

স্বপ্নিল

বোধিসত্ত্ব কল্প

ইছে কি করেনা ফিরে যেতে সেখানে
মিলে যেতে তোমাদের সংগে ?
রংচংয়ে ঝলমল কত কিছু এখানে
ভালো আছি ? তার অনুষঙ্গে !
জানি না তো বন্ধু শুধু শুনি ডাক টা
বুকে এসে কাঁটাগুলো বিঁছছে,
শৈশব ঠিক যেন মৌমাছি - চাকটা
সারাদিন কত মধু জমেছে।
বাবা মার ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, যত্ন
অভাবটা বুঝিনি তো কখনো,
মানুষের হৃদয়টা কত বড়ো রত্ন
বোঝাও যে তোমরাও... এখনো।
যার কাছে শৈশব নিস্তেল আঁধারের
বিবর্ণ, ফ্যাকাশে বা বন্ধুর,
ইচ্ছে কি করেনা তার কাছে যেতে ফের ?
সেই ডাক বড়ো বেশি সুমধুর।
এই দ্যাখ কত আলো তোর মনে জ্বলছে
হৃদয়ের পথঘাট, আলিগলি ভাষছে
সে আলোয়, শুনছিস ?
তালে আর ভাববিনা একা তুই, হেরে খালি যাচ্ছিস
দ্যাখ ওরা ডানা মেলে উড়ছে।
কে জুড়োয় ? একা বসে কোনদিন ভেবেছিস ?
এইখানে সব আছে। যার কাছে কেউ নেই
লড়াইটা তার বড়ো শক্ত,
দুটো কচি হাত পা, মেলা হাত মেলা পা
ভুলে যা না কার কোন রক্ত !
আকাশের মতো রাখ মনটাকে সাথে তার
ডেকে বল, আছি ভাই, নেই কোনো ভয় তোর
অবকাশ আর নেই সবকিছু হারাবার
সবকিছু ঠিকঠাক রাত ভোর।
তোর ওই হাসিতেই ঝড়ে পড়ে মুক্তো
হৃদয়ের সব খিল খুলে যায়,
এ বাঁধনে তুই, আমি, তোমরা ও আমরাও যুক্ত
মিছিমিছি তালে কেন ভয় পায় ?

এতোবড় ভাবনার দিল খোলা দরিয়ায়
পারলে তো টুপ করে ডুব দে,
কতকিছু - ভেসে আসে, কতকিছু ভেসে যায়
পারলে সে মনিহার কুড়োবে।
সেই মনি কিন্তু নয় তোর পাশে দাঁড়ানোর
একবুক ভালোবাসা বিশ্বাস
এর সাথে পাশাপাশি বহু পথ পেরনোর
পর নেওয়া এক বুক নিঃশ্বাস !
দ্যাখ দেখি প্রানটাই আলো হয়ে জ্বলছে
সে আলোয় এ ভুবন সাজছে
এভাবে যে একসাথে হাঁটা যায়, ভেবেছিস
ভেতরের জমা কথা এভাবে বলবার
হাসবার খেলবার মনে মনে মেলাবার
ভাবনায় নিজেকে কি এর আগে সঁপেছিস ?
কেউ কিছু আনেনা, নিয়েও তো যায়না
শুধু ভালোবাসা এঁকে যায় স্বপ্ন
ফেরি তার রাতদিন-ই তুই কেন অনৃনী
হয়নি কি সেই চারা বপন-ও।
চলে আয়, ছুটে আয়, সবাইকে ডেকে নেবো
আমাদের খোলা ছাত বুকটায়
রংয়ে রংয়ে আঁকা হবে, রং দিয়ে কুড়োবো
হৃদয়ের রংয়ে ডোবা ঘরটায়।
যার কাছে কেউ নেই
লড়াইটা সেই আগুনে শক্ত
দুটি কচি হাত পা, মেলা হাত মেলা পা
ভুলে যা না কার কোন রক্ত ?

কলকাতা ১লা মে ২০১৮

With Best Compliments From :

Eveready Industries India Limited

(Powercell Division)

Jeevan Deep Building, 3rd Floor,
1, Middleton Street
Kolkata - 700071

With Best Compliments From :

BIJOLI STUDIO PVT LTD

(Outdoor advertising & Signage Fabrication)

Mail : bijolistudio@gmail.com
Website : www.bijolistudio.com
Mob. : 9051199453, 9830827007, 9830260715

With Best Compliments From :

GLOBAL IDS (INDIA)

Asyst Park, 3rd Floor, GN - 37/1, Sector V Salt Lake,
Kolkata- 700091, West Bengal
Contact 033 2357 5154

With Best Compliments From :

Srabani Banerjee
&
Dhrubotara Banerjee

Salt Lake, Kolkata

MANASI©

Supporting Mankind

A Non Government Organisation

16/1, Selimpur Lane, 1st Floor, Purabi Apartment
Dhakuria, Kolkata - 700031
Mobile : 9836484145 / 9051519526

Membership Form / Donation Form

Date :

For Orphan Childrens Facility of Books, Clothing, Drawing And Sports Activities

For Old Age Home Widow's food, Clothing, Medicines and Health Check-up

For Blood Donation Camp

Name : .....

Address : .....

.....

.....

City : .....

State : .....

Mobile : .....

Email : .....

Blood Group : ..... I am ready to donate blood during Blood Donation Camp Yes ☐ No☐

Membership Enrollment Fees Rs. 500/-

Yes! I want to ensure happy childhoods brighter futures (annually)	Amount : Rs.3600/-
Yes! I want to ensure Old Age Home Widows brighter futures (annually)	Amount : Rs. 3600/-
You can also pay membership fees as monthly	Amount : Rs. 300/-

Donate for a Noble Cause Rs. .....

Cash / Cheque / Online Payment in favour of "Dhakuria Manasi The Healing Touch"

Membership / Donation **For Dhakuria Manasi The Healing Touch**

MANASI
Supporting Mankind

BEHIND THE LENS
PICTURE BY DEBANJAN GHOSHDOSTIDAR

MANASI
Supporting Mankind

NEWLIGHT HOME KALIGHAT
WORK DONE FOR SEX WORKER CHILDERNS HOME

Camlin **Co Powered by : Kokuyo Camlin Ltd.**